পুরনো ডায়রি থেকে

ভাবো তো, যখন এই পৃথিবীর সবকটা সমুদ্রে, নদীতে
তালাবে, পুকুরে, মিলে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে যাবে হুশহাশ করে,
মেঘেরা আঘাত পাবে ছাদের রেলিঙে আর দমবন্ধ হয়ে
হাওয়া ঘুরেফিরে মরবে, মাথা কুটবে বিমানের জানালায়, তখন
কোথায় সুর্যাস্ত দেখবে তুমি আর কোন জলে ভাসবে ভাঙাচাঁদ...

মেমারি গেমের নিচে চাপা পড়ে আছে কত শব্দ অচেতন
শব্দের ওপরে শব্দ তার ওপরে আরও শব্দ চাপাতে - চাপাতে
আমরা চাই ইচ্ছেমতো যথেষ্ট শব্দকে যেন ভুলে থাকতে পারি।
যেন শুধু ওপরের ভাসমান শব্দগুলো সত্যি হয়ে থাকে।
কিন্তু এতো আবর্তন। এই খেলা চলতে - চলতে কখন একসময়ে
নিচের সমস্ত শব্দ ওপরে উঠে এসেছে, জানতেও পারিনি।
অথবা এমনও হয়তো - আমরাই সবজ্ঞান, শব্দেরা সবাই
মেমারি গেমের মধ্যে পুরো দিচ্ছে আমাদের, নিচে থেকে নিচে...

যে দুখানা ট্রেন রোজ পরস্পর উল্টোপথে আসে আর যায়
তাদের কখনো যদি দেখা হয় কোনো একটা শান্ত কারশেডে,
যখন দুপুর কিছু না বলে বিদায় নিচ্ছে ধুলোর ভেতর,
তারা হয়তো, কী অদ্ভুত, নিজেদের মধ্যে কোনো কথাই বলবে না...

প্রত্যেক মিলনরত পুষের চোখে থাকে বিগত জীবন।
সে যা পায়নি, অথচ যা সহজেই পেতে পারত, মিলনের কালে
আস্তে - আস্তে ফুটে ওঠে। মনে পড়ে আদিগন্ত অপমানগুলো
প্রতিটি ধাক্কায় তারই সুদ তুলে নিতে চায় আসল সমেত
কী রক্ত, কী বীর্য , সব হিসেবে পথ ধরে এগায়। যেমন
নারীরা মিলনকালে বিগত সকল প্রাপ্তি ভুলে যেতে পারে...

জঠরে উপায়টুকু সংগ্রহ করার পর সে গেল বিদেশ।
চোখের হিসেব থেকে নিজগৃহে রেখে গেল মাতা ও কৃপাণ
স্বকীয় অথচ নম্র দিগন্তে এখন তার চিঠি খেলা করে...
যে বোঝেনি, বোঝেইন। যে বুঝেছে, বুঝেছে তার এতদূর পথে
সুনিশ্চিত জুটে যাবে। স্মৃতিহানী, কিছু পরে খিদেও পাবে না।

ফেলেছে চাঁদের টুকরো, এখন সে খুঁজে পাওয়া ভীষণ দুষ্কর।
এ ঘরে কিছুই কি ঠিক ফিরে আসে, একবার যে যায়, সে যায়।
তার চেয়ে, এসো, দেখি, সন্ধেবেলা নিমন্ত্রিত অতিথিরা এলে
আমরা সব ছাদে উঠে বীভৎস জোনাকি ভরা বেলুন ওড়াবো।

শ্রীজাত

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com